অষ্টম অধ্যায়

শিল্প

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিবিএস এর হিসাব অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে স্থিরমূল্যে জিডিপি'তে শিল্পখাতের অবদান ছিল ৩২.৪৫ শতাংশ যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ৩৭.৬৫ শতাংশে। শ্রমঘন ও রপ্তানিমুখী শিল্পের উন্নয়ন, শিল্পের বহুমুখীকরণ, সেবাখাতের উন্নয়ন, আইসিটিভিত্তিক উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিদেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিজনিত কর্মসূচি বাস্তবায়নে, সর্বোপরি শিল্প খাতে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রণয়নকৃত জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ যুগোপযোগী একটি পথ নির্দেশিকা। কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের (সিএমএসএমই) খাতসহ দেশের সব ধরনের শিল্পখাতের পরিবেশবান্ধব বিকাশে সরকারের সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। বিগত বছরগুলোতে বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি সিএমএসএমই খাতের প্রসারে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্প ঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে এবং দেশে শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দেশের শিল্পায়নে গতি বৃদ্ধি ও মানসম্মত কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত দেশে বিদ্যমান ৮টি ইপিজেডে উৎপাদনরত ৪৫০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে ক্রমপুঞ্জিত রপ্তানির পরিমাণ ১০৮.২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে সর্বমোট ৪,৮২,১০১ জন বাংলাদেশির কর্মসংস্থান হয়েছে। ইপিজেডসমূহ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণসহ দেশে শিল্পখাত বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির শিল্পখাত ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিবিএস এর হিসাব অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে স্থিরমূল্যে জিডিপি'তে সার্বিক শিল্পখাতের (Broad Industry) অবদান ছিল ৩২.৪৫ শতাংশ যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ৩৭.৬৫ শতাংশে। সারণি ৮.১-এ ২০১৫-১৬ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে জিডিপি ও অর্জিত প্রবৃদ্ধি দেখানো হলো:

সারণি ৮.১ঃ জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের জিডিপি ও প্রবৃদ্ধির হার

(২০১৫-১৬ অর্থবছরের স্থির মূল্যে) (কোটি টাকা)

শিল্প	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪*
কুটির শিল্প (কটেজ)	৭২১২৭ (-)	৭৮৮২৯ (৯.২৯)	৮৪৭০০ (৭.৪৫)	৯৬৭০৪ (১৪.১৭)	১০০২৫৭ (৩.৬৭)	১১০৫৫৭ (১০.২৭)	১২২৮৪৭ (১১.১২)	১৩৫১৩৯ (১০.০১)	১৪৩৩৫১ (৬.০৮)
ছোট, মাঝারি এবং ক্ষুদ্র শিল্প	১২৯১০৮ (-)	১৪২১০২ (১০.০৬)	১৫৭৮৮২ (১১.১০)	১৭৪৬৩২ (১০.৬১)	১৭৯৩২৫ (২.৬৯)	২০৪২৪১ (১৩.৮৯)	২১৪১২৬ (৪.৮৪)	২৩৩৭০৮ (৯.১৫)	২৪৯৬৯৬ (৬.৮৪)
বৃহৎ শিল্প	২২১১৫২ (-)	২৩১৩৮৮ (১১.০৮)	২৫৭০১৬ (১২.৭৯)	২৮৯৮৮৫ (০.৪১)	২৯১০৭২ (১০.৬১)	৩২১৯৬৭ (১০.৬১)	৩৭২৪৫২ (১৫.৬৮)	৪০৩৬৭৫ (৮.৩৮)	৪৩০৩২০ (৬.৬০)
মোট	৪২২৩৮৭ (-)	৪৫২৩১৯ (৭.০৯)	৪৯৯৫৯৮ (১০.৪৫)	৫৬১২২০ (১২.৩৩)	৫৭০৬৫৪ (১.৬৮)	৬৩৬৭৬৫ (১১.৫৯)	৭০৯৪২৫ (১১.৪১)	৭৭২৫২২ (৮.৮৯)	৮২৩৩৬৭ (৬.৫৮)

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। নোট: বন্ধনীর ভিতর শতকরা প্রবৃদ্ধির হার। * সাময়িক।

জাতীয় শিল্পনীতি

দ্রুত শিল্পায়ন উচ্চতর প্রবৃদ্ধির প্রধান শর্ত। শুধু প্রবৃদ্ধির জন্য নয়, শিল্পায়ন ব্যতীত জাতীয় অগ্রগতি প্রায় অসম্ভব। বাংলাদেশের অগ্রগতির এ ধারা অব্যাহত রাখতে সরকার নানামুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করছে। দেশীয় কাঁচামাল ও সম্পদ ব্যবহার করে শ্রমঘন শিল্পায়নের পাশাপাশি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিগত সুবিধাকে ধারণ করে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করা, খাতভিত্তিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা এবং উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমানের উৎকর্ষ সাধনই জাতীয় শিল্পনীতি, ২০২২ এর মূল উদ্দেশ্য। অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে শ্রমঘন ও রপ্তানিমুখী শিল্পের উন্নয়ন, শিল্পের বহুমুখীকরণ, সেবাখাতের উন্নয়ন, আইসিটিভিত্তিক উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং বিদেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিজনিত কর্মসূচি

বাস্তবায়নের পথ নির্দেশনা রয়েছে এ নীতিমালায়। এ নীতিমালার সফল বাস্তবায়নের মূল ভিত্তি হলো বেসরকারি খাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করা এবং সে লক্ষ্যে সরকার বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ তৈরিতে ভূমিকা পালন করবে। শিল্প খাতের অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং বেসরকারি বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য অবকাঠামোগত বাধা দূরীকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাভজনক করা ইত্যাদি কার্যক্রমকে এ নীতিমালায় প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সরকার শিল্প খাতে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ প্রণয়ন করেছে।

মাঝারি থেকে বৃহৎ ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্যের উৎপাদন সূচক

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উপাত্ত অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে কুটিরশিল্পের প্রবৃদ্ধির হার ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ছিল ৯.৪৭ শতাংশ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে হয়েছে ৯.৯৭ শতাংশ, ছোট ও মাঝারি শিল্পের প্রবৃদ্ধির হার ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ছিল ১৩.৪ শতাংশ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে হয়েছে ৯.০৩ শতাংশ, বৃহৎশিল্পের প্রবৃদ্ধির হার ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ছিল ১০.১ শতাংশ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে হয়েছে ৮.৩৯ শতাংশ। সারণি ৮.২-এ ২০১৫-১৬ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের শিল্পের উৎপাদন সূচক ও প্রবৃদ্ধির হার দেখানো হলো:

সারণি ৮.২ ঃ বিভিন্ন ধরনের শিল্পের উৎপাদন সূচক ও প্রবৃদ্ধির হার
(ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬=১০০)

শিল্প	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
কুটিরশিল্প (কটেজ)	১০০.০০ (-)	১০৯.৪৭ (৯.৪৭%)	১১৮.৬০ (৮.৩৪%)	১৩৪.০১ (১২.৯৯%)	১৩৯.৭৬ (৪.২৯%)	১৫৯.১৭ (১৩.৮৯%)	১৭১.৩৯ (৭.৬৮%)	১৮৮.৪৭ (৯.৯৭%)
ছোট, মাঝারি এবং ক্ষুদ্রশিল্প	১০০.০০ (-)	১১৩.৪০ (১৩.৪%)	১২৯.৪১ (১৪.১%)	১৪৭.৮৭ (১৪.২৬%)	১৪৭.৭৫ (-)	১৬৪.০৭ (১১.০৫%)	১৮৯.৩৩ (১৫.৪%)	২০৬.৪৩ (৯.০৩%)
বৃহৎ শিল্প	১০০.০০ (-)	১১০.১০ (১০.১%)	১২৭.৬৮ (১৬.০%)	১৪৭.৯৪ (১৫.৮৭%)	১৪৮.৭৪ (০.৫৪%)	১৬৫.৪৯ (১১.২৬%)	১৮৬.০৪ (১২.৪২%)	২০১.৬৫ (৮.৩৯%)

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প (Cottage, Micro, Small and Medium Enterprises-CMSMEs)

দেশের শিল্পায়নে গতি বৃদ্ধি, মানসম্মত কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই) খাতের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী ও নারী উদ্যোক্তাদের প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়নে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছে দিচ্ছে এ খাত। ঋণ বিতরণে উদ্যোগ গ্রহণসহ সিএমএসএমই খাত সম্প্রসারণ ও বিকাশের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সিএমএসএমই খাতে সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ ও অগ্রিম স্থিতি ছিল ৩,০৪,২৪১.৪৫ কোটি টাকা। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ১৩,১৯,১৫৯টি সিএমএসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট ২,২৯,৩১২.৩৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। একই সময়কালে ২,৩৬,১৭২টি সিএমএসএমই নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ১৪,৮৫৩.২০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

সিএমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণ

সিএমএসএমই খাতকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম অ্যাজেন্ডা বিবেচনায় ২০১০ সাল থেকে প্রথমবারের মতো ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক স্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক বছরওয়ারী (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। সিএমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সফলতাকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নতুন শাখা খোলার ক্ষেত্রে অন্যতম ইতিবাচক মাপকাঠি এবং ক্যামেলস্ রেটিং নির্ণয়ের একটি নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ২০২০ -২০২২ সাল পর্যন্ত নিট স্থিতির উপর ভিত্তি করে লক্ষ্যমাত্রা হিসাবায়ন করা হয়। ২০২১ সালের নিট স্থিতি ২,১৫,৭৮৬.০০ কোটি টাকা যা নির্ধারিত বার্ষিক নিট স্থিতির লক্ষ্যমাত্রার (২,৫২,৭৬০.০০ কোটি টাকা) ৮৫.৩৭% এবং ২০২২ সালের নিট স্থিতি ২,৪২,৩৭৫.০০ কোটি টাকা যা নির্ধারিত বার্ষিক নিট স্থিতির লক্ষ্যমাত্রার (২,৮৫,৫৬৬.০০ কোটি টাকা) ৮৪.৮৮%। পরবর্তীতে ২০২৩ সাল থেকে ঋণ স্থিতির উপর ভিত্তি করে লক্ষ্যমাত্রা হিসাবায়ন করা হচ্ছে। ২০২৩ সালে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সিএমএসএমই খাতে ২,২৯,৩১২.০০ কোটি

টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ঋণ স্থিতি ৩,০৪,২৪১.০০ কোটি টাকা যা নির্ধারিত বার্ষিক সিএমএসএমই ঋণের নিট স্থিতি লক্ষ্যমাত্রার (৩,৪৫,৮১৯.০০ কোটি টাকা) ৮৭.৯৮%। সারণি ৮.৩ এ ২০১০ হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সিএমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণ দেখানো হলো:

সারণি-৮.৩: ২০১০ হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক সিএমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণ

(কোটি টাকায়)

সময়কাল	লক্ষ্যমাত্রা	সাব-সেক্টর			সর্বমোট	নারী উদ্যোক্তা	লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%)
		ট্রেডিং	শিল্প	সেবা			
২০১০	৩৮৮৫৮.১২	৩৫০৪০.৫৩	১৫১৪৭.৭২	৩৩৫৫.৬৮	৫৩৫৪৩.৯৩	১৮০৪.৯৮	১৩৮
২০১১	৫৬৯৪০.১৩	৩৪৩৮২.৬৪	১৫৮০৫.৯৫	৩৫৩০.৮৫	৫৩৭১৯.৪৪	২০৪৮.৪৫	৯৫
২০১২	৫৯০১২.৭৮	৪৪২২৫.১৯	২১৮৯৭.৩৩	৩৬৩০.৯০	৬৯৭৫৩.৪২	২২৪৪.০১	১১৮
২০১৩	৭৪১৮৬.৮৭	৫৬৭০৩.৭২	২৪০১৬.৬৪	৪৬০২.৮৯	৮৫৩২৩.২৫	৩৩৪৬.৫৫	১১৫
২০১৪	৮৯০৩০.৯৪	৬২৭৬৭.১৮	৩০২৪৬.২০	৭৮৯৬.৭৭	১০০৯১০.১৫	৩৯৩৮.৭৫	১১৩
২০১৫	১০৪৫৮৬.৪৯	৭৩৫৫১.৭৮	৩০৪৬২.০২	১১৮৫৬.৬৮	১১৫৮৭০.৪৮	৪২২৬.৯৯	১১২
২০১৬	১১৩৫০৩.৪৩	৯০৫৪৭.৫৭	৩৫১৬৮.৬৩	১৬২১৯.১৯	১৪১৯৩৫.৩৯	৫৩৪৫.৬৬	১২৫
২০১৭	১৩৩৮৫৩.৫৯	৯৬৯৩৪.৭৯	৪২৩৩৪.৮৭	২২৫০৭.৬৬	১৬১৭৭৭.৩২	৪৭৭২.৯৯	১২১
২০১৮	১৬১০৩১.৮৯	৬৬৯৩৬.২১	৫৫৭৩৯.৬১	৩৬৮৩৪.২৫	১৫৯৫১০.০৭	৫৫১৭.০৯	৯৯.০৫
২০১৯	১৭৬৯০২.০০	৭২৫২২.৩৭	৫৮৭১৫.৩১	৩৬৭৩২.৯৯	১৬৭৯৭০.৬৭	৬১০৮.৯৯	৯৪.৯৫
২০২০	২২৯১৫৩.২১	৮৩৪৫৫.৬১	৮০৮৪৩.৩৪	৪২৫০৪.৬৮	২০৬৮০৩.৬৩	৮২৪৪.৪৬	৯০.২৫%
২০২১	২৫২৭৬০.৬৪	৮৭৯৩৪.৪৫	৮৩০০৭.২৯	৪৪৮৪৪.৫৬	২১৫৭৮৬.৩০	৮৮০১.৫৪	৮৫.৩৭%
২০২২	২৮৫৫৬৫.৬৯	৯৮৫৪৮.১৯	৯৫৫১৬.৯৬	৪৮৩১১.৬২	২৪২৩৭৫.৭৮	১৩৭৪৪.৫৭	৮৪.৮৮%
২০২৩	৩৪৫৮১৯.১২	১২৭২০০.৬৫	১১১৮২১.৩৭	৬৫২১৯.৪৩	৩০৪২৪১.৪৫	১৯৬১৩.৪৬	৮৭.৯৮%

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (Refinace Scheme)

সিএমএসএমই খাতে নিয়মিত ঋণ বিতরণের পাশাপাশি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে গৃহীত পূর্ব-অর্থায়ন ও পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় গ্রাহক প্রতিষ্ঠানকে চলতি মূলধন, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সিএমএসএমই ঋণ সরবরাহ করছে। বর্তমানে এসএমই খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উন্নয়নসহযোগী সংস্থা জাইকা, ইউরোপীয় বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং নিজস্ব অর্থায়নে ১৪টি তহবিল/প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ৫৩,১৯৯.৮০ কোটি টাকা পূর্ব-অর্থায়ন ও পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে। এ সকল পূর্ব-অর্থায়ন ও পুনঃঅর্থায়ন তহবিল/প্রকল্পসমূহ এসএমই খাতে একটি স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বাজার সৃষ্টিতে অবদান রেখে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালিত তহবিলগুলোর সার্বিক অবস্থা ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত সারণি-৮.৪ এ দেখানো হলো:

সারণি ৮.৪: ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতে পুনঃঅর্থায়ন এর খাতওয়ারি বিবরণ

ক্রমিক নং	তহবিলের নাম	পূর্ব-অর্থায়ন/পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা
১	কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৩০২১.৫৪	৪৫৯৫
২	স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (নারী)	৮,৩৭৩.১৪	৬১,১৬২
৩	কৃষিভিত্তিক শিল্প', 'ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (নারী উদ্যোক্তাসহ)' এবং 'কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা' খাতে ইসলামি শরিয়াহ্ ভিত্তিক অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন তহবিল	৭১১.৯৮	১১৮৫
৪	কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল	২৭৪.৩২	৩৫২৫
৫	সিএমএসএমই স্টিমুলাস প্যাকেজ (১০০০০ কোটি টাকা)	১০৩৪২.২০	২৭৭৫৮৬
৬	সিএমএসএমই খাতে মেয়াদি ঋণ	১৯০১৩.০১ (পুনঃঅর্থায়ন ও প্রাক অর্থায়ন)	৩৬০০০৩ (শুধু পুনঃঅর্থায়ন)
৭	জাইকা সহায়তাপুষ্ট এফএসপিডিএসএমই (পূর্ব-অর্থায়ন ও পুনঃঅর্থায়ন)	১৪৪৮.৭২	২৪০৭
৮	জাইকা সহায়তাপুষ্ট ইউবিএসপি (পূর্ব-অর্থায়ন ও পুনঃঅর্থায়ন)	১৩০.৮৭	৮
৯	কোভিড-১৯ ইমারজেন্সি এন্ড ক্রাইসিস রেস্পন্স ফ্যাসিলিটি প্রজেক্ট	২৯৮৮.৮৮	২৪৯১২
১০	এসআরইইউপি (SREUP) (পূর্ব-অর্থায়ন)	২৫৮.০০	২৩টি ফ্যাক্টরি, ৯৪৬৫৫ জন শ্রমিক
১১	সাপোর্টিং পোস্ট কোভিড-১৯ প্রজেক্ট (SPCSSECP)	১০১৫.৪০	১২৮৯৬
১২	লাইন অফ ফাইন্যান্স টু সাপোর্ট এসএমই প্রজেক্ট (এলএফএসএসপি)	৭৩.৫২	৬৫
১৩	সিএমএসএমই স্টিমুলাস প্যাকেজ (২০০০০ কোটি টাকা)	৫৫৪৮.২৩ (ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত)	
১৪	স্টার্ট আপ ফান্ড	(ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ফান্ড থেকে অর্থ বিতরণ হচ্ছে)	

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক। (ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত)।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমই ফাউন্ডেশন)

এসএমই ফাউন্ডেশন দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প তথা এসএমই খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার প্রণীত এসএমই নীতিমালা-২০১৯, শিল্পনীতি-২০২২, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এসডিজি-২০৩০, রূপকল্প-২০৪১ এবং অন্যান্য নীতিমালা, কৌশলপত্র ও সরকারের নির্দেশনার আলোকে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসএমই ফাউন্ডেশন এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ সংযোজনী ৮.২ এ দেয়া হলো।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)

বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত উদ্যোক্তাদেরকে যে সকল সহায়ক সেবা ও সুযোগ সুবিধাদি প্রদান করছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

- **ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান**
  বিসিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত দেশে নতুন ৩৬টি মাঝারি শিল্প, ১,৩৯০টি ক্ষুদ্র ও ২,৯৬২টি কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে। আর এসব শিল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হচ্ছে ২,২২২.৮৫ কোটি টাকা। উল্লিখিত বিনিয়োগের মধ্যে ব্যাংক, বিসিক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ১৯০.৩১ কোটি টাকা, উদ্যোক্তাদের ইক্যুইটি হিসেবে ৮০০.৭৬ কোটি

টাকা এবং অবশিষ্ট ১২৩১.৭৮ কোটি টাকা উদ্যোক্তাদের নিজস্ব উদ্যোগে শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগ হয়েছে। উল্লিখিত বিনিয়োগের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে মোট ৩৮,৬০৩ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

- **বিসিক শিল্পনগরীসমূহের অবদান**

সারাদেশে অবস্থিত বিসিকের ৮২টি শিল্পনগরীতে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত মোট ৬,১৩৫টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে ১১,১৭৪টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৪,৬২৭টি ইউনিট বর্তমানে উৎপাদনরত আছে। ৮২টি শিল্পনগরীতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত স্থাপিত শিল্প-কারখানাসমূহে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৪৫,৩৯৪.৯৯ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে শিল্প কারখানাগুলোতে মোট ৬৩,৭১৬.৮৭ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদিত হয়েছে, যার মধ্যে ৩৩,০৪৬.০৫ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে। বিদেশে রপ্তানীকৃত এসব পণ্য সামগ্রীর মধ্যে বেশির ভাগই হচ্ছে হোসিয়ারি ও নিটওয়ার শিল্পখাত থেকে। এতদসংক্রান্ত অবদানের তথ্য সারণি ৮.৫ এ উপস্থাপিত হয়েছে :

সারণি ৮.৫ঃ বিসিক শিল্প নগরীসমূহে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান

১	মোট শিল্পনগরীর সংখ্যা	:	৮২টি
২	মোট শিল্প প্লট সংখ্যা	:	১২৩৫৩টি
৩	মোট বরাদ্দকৃত প্লট সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত)	:	১১১৭৪টি
৪	বরাদ্দকৃত প্লটে মোট শিল্প ইউনিট সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত)	:	৬১৩৫টি
৫	উৎপাদনরত মোট শিল্প ইউনিট সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত)	:	৪৬২৭টি
৬	সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী শিল্প ইউনিট সংখ্যা (শুরু হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত)	:	৯৩৪টি
৭	স্থাপিত শিল্প ইউনিটসমূহে বিনিয়োগের পরিমাণ (শুরু হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত)	:	৪৫,৩৯৪.৯৯ কোটি টাকা
৮	শিল্পনগরীসমূহে কর্মরত মোট জনবল (শুরু হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত)	:	৮.২৫ লক্ষ জন
৯	উৎপাদিত পণ্যের মোট বিক্রয়মূল্য (২০২২-২৩ অর্থবছর)	:	৬৩৭১৬.৮৭ কোটি টাকা
১০	রপ্তানীকৃত পণ্যের মোট বিক্রয়মূল্য (২০২২-২৩ অর্থবছর)	:	৩৩০৪৬.০৫ কোটি টাকা

উৎস: বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়।

সারণি ৮.৬: বিসিক শিল্পনগরীসমূহে বছরওয়ারি বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান

ক্র:নং	অর্থ বছর	বিনিয়োগ (ক্রমপুঞ্জিত) (কোটি টাকায়)	বার্ষিক উৎপাদন (কোটি টাকায়)	কর্মসংস্থান (শুরু থেকে) (লক্ষ জন)
১	২০১২-২০১৩	১৭৪১১	৩৬০৯৭	৫.০৪
২	২০১৩-২০১৪	১৮৮৯৭	৪২৫০৯	৫.২৬
৩	২০১৪-২০১৫	১৯৩৮০	৪৩৮৫৮	৫.৫০
৪	২০১৫-২০১৬	২০১৭৮	৪৫৮৭৯	৫.৬৩
৫	২০১৬-২০১৭	২০১৭৮	৫৫২৬২	৫.৬৪
৬	২০১৭-২০১৮	২৫৪১৮	৫৯১০৭	৫.৭৯
৭	২০১৮-২০১৯	২৭৬৮৯	৫০৬৮২	৮.২৪
৮	২০১৯-২০২০	৩৯২১৭	১৩৬৯৯৮	৮.২৫
৯	২০২০-২০২১	৪১২১৭	৬০৯৪৪.৯৫	৮.২৫
১০	২০২১-২০২২	৪৩২৫৯.৭৭	৭৬৪১০.১৬	৮.২৫
১১	২০২২-২০২৩	৪৫৩৯৪.৯৯	৬৩৭১৬.৮৭	৮.২৫

উৎস: বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়।

- **বিসিকের ঋণ সহায়তা কার্যক্রম**

দারিদ্র্য বিমোচনে বিসিকের নিজস্ব তহবিল (বিনিত) কর্মসূচির মাধ্যমে বিসিকের ঋণ প্রশাসন শাখার আওতায় ৬৪ জেলায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ৪২০ জন উদ্যোক্তার অনুকূলে ১০.৫১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

- **অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড**

উল্লিখিত কর্মকান্ডের বাইরে বিসিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উদ্যোক্তাদেরকে যে সব উল্লেখযোগ্য সেবা সহায়তা প্রদান করেছে, তার একটি তুলনামূলক প্রতিবেদন নিম্নে তুলে ধরা হলো:

সারণি ৮.৭ ঃ বিসিক কর্তৃক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতের উদ্যোক্তাদেরকে প্রদত্ত সেবা সহায়তা কার্যক্রমের বিবরণ

ক্র: নং	সহায়তার ক্ষেত্র		২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪*
০১	শিল্প ইউনিটের রেজিস্ট্রেশন প্রদান	মাঝারি শিল্প	-	-	-	-	১৪	১৪	২১	৪৩	৮৫	৬৮	৩১
		ক্ষুদ্র শিল্প	৬০৪	২৫১	৬৪৭	৮৬৯	৬৪৭	৬১৭	৬২৫	১৯১২	২০২১	১৫৭১	১২১৪
		কুটির শিল্প	১৩৬৩	৪৯৪	১৩২৯	২০৪১	১৮৩৮	১৭০৬	১৬১৯	৫৪০৪	৫৮০৭	৩৫৬৮	২৬০৯
০২	নকশা উন্নয়ন ও বিতরণ		২৪০৯	২৪০৯	২৩২৬	২৪৪৮	২৮৩৩	২৯৩৯	২৭৮৩	৩৫৭১	২৭৮৫	২৬৭৪	২০০৩
০৩	প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রণয়ন		৪২১	৪২২	৪৭৬	৪৮৬	৫০৪	৫৬৫	৪৬১	৫২০	৫২২	২৭৭	১৬৫
০৪	বিপণন সমীক্ষা প্রণয়ন		৩৮১	৪১১	৩৯৬	৪২৩	৪৩৬	৪১৬	৩৮৭	৪২৩	৪০৪	২২৩	১০৪
০৫	সাব-কন্ট্রাকটিং সংযোগ স্থাপন		৪৩	৬০	৬১	৬১	৬০	৫৩	৬৩	৬৬	৬০	৭০	৪৫
০৬	মেলা আয়োজন (অনলাইনসহ)		১২	১১	১৪	১৮	১৮	১৫	১৪	২১	১০০	৩২	১৭

উৎস: বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয় *ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) সরকারি খাতে বাংলাদেশের পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ শিল্প সংস্থা। দীর্ঘদিন থেকে সফলতার সাথে ইউরিয়া সার উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশে সারের চাহিদা পূরণ করে আসছে। বর্তমানে বিসিআইসি'র অধীনে ৮টি চালু শিল্প কারখানা রয়েছে। চালু কারখানাগুলোর মধ্যে ৪টি ইউরিয়া সার কারখানা, ১টি ডিএপি সার কারখানা, ১টি টিএসপি সার কারখানা, ১টি কাগজ কারখানা ও ১টি স্যানিটারীওয়্যার ও ইন্স্যুলেটর কারখানা রয়েছে। সম্প্রতি প্রধান কাঁচামাল স্বল্পতার কারণে ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. ও উসমানিয়া গ্লাস শীট ফ্যাক্টরি লি. কারখানা ২টির উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইউরিয়া সার, কাগজ, ইনস্যুলেটর ও স্যানিটারীওয়্যার ইত্যাদি পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। বিসিআইসি'র উৎপাদিত পণ্যের ৮০ শতাংশই বিভিন্ন রাসায়নিক সার, যার মধ্যে ৭০ শতাংশ ইউরিয়া সার এবং ১০ শতাংশ অন্যান্য সার। বিসিআইসি'র সাথে স্থানীয়/বিদেশি যৌথ উদ্যোগে ১০টি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে।

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে সংস্থার আওতাধীন কারখানাসমূহে যথাক্রমে ৪,৬১,০৮৪ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার, ৬৭,১৮৬ মেট্রিক টন টিএসপি, ৫১,৫১৫ মেট্রিক টন ডিএপি সার, ১,৮৯৩.২৯ মেট্রিক টন কাগজ, ৫৯৭.৬৩ মেট্রিক টন সিরামিক সামগ্রী এবং ০.৫২৬৭ লক্ষ বর্গমিটার গ্লাস শিট উৎপাদিত হয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থ বছরে জানুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত বিসিআইসি'র ১০টি কারখানায় ২,৪৮৪.৯৩ কোটি টাকার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত উৎপাদন হয়েছে ১৩০৫.৩৬ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার ৫২.৫৩শতাংশ। একই সময়ে সংস্থার কারখানাসমূহের বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ১৬০১.৯২ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ৬৪.৩৮%। উল্লেখ্য, চলতি অর্থ বছরে জানুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত জাতীয় কোষাগারে প্রদত্ত রাজস্ব (কর ও শুল্ক) এর পরিমাণ ১০৩.২৩ কোটি টাকা।

বিসিআইসি'র চালু কারখানাসমূহ:

১। চট্টগ্রাম ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লি.

২। শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লি.

৩। যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লি.

৪। আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানি লি.

৫। টিএসপি কমপ্লেক্স লি.

৬। ডিএপি ফার্টিলাইজার কোং লি.

৭। কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লি.

৮। বাংলাদেশ ইন্স্যুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়্যার ফ্যাক্টরি লি.

বিসিআইসি'র যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত কারখানাসমূহ

১। কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি লি.

২। স্যানোভিয়া ফার্মা পিএলসি

৩। বায়ারক্রপ সায়েন্স বাংলাদেশ লি.

৪। নোভার্টিস বাংলাদেশ লি.

৫। সিনজেনটা বাংলাদেশ লি.

৬। মিরাকেল ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি.

৭। ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি লি. (বন্ধ)

৮। বাল্ক ম্যানেজমেন্ট বাংলাদেশ লি. (বন্ধ)

৯। বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এন্ড অ্যাগ্রো কেমিক্যালস লি.

১০। সৌদি-বাংলা ইন্টিগ্রেটেড সিমেন্ট কোম্পানি লি.

সারণি: ৮.৮: ইউরিয়া সারের উৎপাদন, চাহিদা, বিক্রয় এবং আমদানির পরিসংখ্যান

(মেট্রিক টন)

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%)	চাহিদা	প্রকৃত বিক্রয়	চাহিদার বিপরীতে বিক্রয়ের হার (%)	আমদানি
২০১২-১৩	১১১৫০০০	১০২৬৯৯৯	৯২	২৫০০০০০	২২৪৭১১৬	৯০	১৩১৪৭০৩
২০১৩-১৪	১০১২৫০০	৮৩৮৬২৮	৮৩	২৪৫০০০০	২৪৬১৬৮১	১০০	১৭৩১০৫৭
২০১৪-১৫	৭৮৬০৫৬	৮৭৮৩৬০	১১২	২৭০০০০০	২৬৩৮৫৩৩	৯৮	১৮৮০৯৬৪
২০১৫-১৬	১০৯৫০০০	১০০৭৪৯৮	৯২	২৮০০০০০	২২৯১৪৫২	৮২	১৬৭৬১৬৫
২০১৬-১৭	৯২৮০০০	৯২২৭১৭	৯৯	২৫০০০০০	২৩৬৫৭৩৭	৯৫	১১৫৩৩২৪
২০১৭-১৮	৯৪৩৯৭৪	৭৬৪০০৬	৮১	২৫০০০০০	২৪২৭৪৬৭	৯৭	১৪১৯১৪৮
২০১৮-১৯	৮১০০০০	৭৮৮৪৩৫	৯৭	২৫৫০০০০	২৫৯৪০৯৩	১০২	২০৪৫৭১৫
২০১৯-২০	৯৪০০০০	৮০৫৭৫১	৮৬	২৬৫০০০০	২৫০৯৭২৬	৯৪.৭১	১৬৯৯৭৬৪
২০২০-২১	৯০০০০০	১০৩৩৯১৩	১১৫	২৬৫০০০০	২৪৬৩৪১৯	৯২.৯৪	১৩০৭৭২৭
২০২১-২২	৯৫০০০০	১০১০৩০৪	১০৬	২৬৭৯১০০	২৬৬৩০৮২	৯৯.৪০	১৭০৪৯৭৩
২০২২-২৩	১৩১০০০০	৭৪১১৮১.০৫	৫৭	২৭৭০৮৫০	২৭৫২২৬২	৯৯.৩৩	২০৭৪৪৯৩
২০২৩-২৪*	৭৮০০০০	৪৬১০৮৪	৫৯	২৭০০০০০	২০৮৪২৪৬	৭৭.১৯	১১৯৩৮০৩

উৎস: বাংলাদেশ কেমিকেল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়। * জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি)

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন ১৫টি চিনিকল, ১টি ডিস্টিলারি ইউনিট, ১টি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, ১টি জৈবসার কারখানা ও ২টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন ১৫টি চিনিকলের বার্ষিক চিনি উৎপাদন ক্ষমতা ২.১০ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশে বর্তমানে চিনির বার্ষিক চাহিদা প্রায় ২২ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশে চিনির প্রকৃত চাহিদার তুলনায় সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন ইক্ষুভিত্তিক চিনিকলগুলোতে চিনি উৎপাদন অপ্রতুল। ফলে বেসরকারি খাতে স্থাপিত ৫/৬টি সুগার রিফাইনারিতে উৎপাদিত চিনি এবং আমদানিকৃত চিনি দ্বারা ঘাটতি পূরণ করা হয়।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে কেরু অ্যান্ড কোং (বিডি) লি. এর ডিস্টিলারি ইউনিটের লক্ষ্যমাত্রা ৫৭.০০ লক্ষ প্রুফ লিটার স্পিরিট উৎপাদনের বিপরীতে ৪০.৭০ লক্ষ প্রুফ লিটার স্পিরিট, ২৫,০০০ লিটার ভিনেগার উৎপাদনের বিপরীতে ৭,৬২৩.৫০ লিটার ভিনেগার এবং ২,৫০০ মে.টন জৈব সার উৎপাদনের বিপরীতে ৪৯৫.৮০ মে.টন জৈব সার উৎপাদন হয়েছে। রেনউইক যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোং (বিডি) লি. এ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে প্রকৌশলজাত পণ্যের বার্ষিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৭০০.০০ মেট্রিক টন এর বিপরীতে ২৭৫.০০ মেট্রিক টন পণ্য উৎপাদিত হয়েছে।

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি)

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) ৬২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। এ কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি যথা- বৈদ্যুতিক ক্যাবলস, ট্রান্সফরমার, ফ্লোরোসেন্ট টিউবলাইট, সিএফএল বাল্ব, সুপার এনামেল কপার ওয়্যার, ইত্যাদি পণ্য উৎপাদন করে দেশের বিদ্যুৎ বিতরণ খাতে অবদান রাখছে। তাছাড়া, বিএসইসি বাস, ট্রাক, জিপ, মোটরসাইকেল ইত্যাদির সংযোজনমূলক উৎপাদনের

মাধ্যমে দেশের পরিবহন ব্যবস্থা সচল রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অধিকন্তু, প্রতিষ্ঠানসমূহ জিআই/এমএস/এপিআই পাইপ, এমএস রড, সেফটি রেজর ব্লেড উৎপাদন করে।

বিএসইসি'র উৎপাদনরত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে ১৯২.১৭ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী উৎপাদিত হয়েছে। উৎপাদনরত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে ২১৭.৩৬ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করে ১৬.১৫ কোটি টাকার মুনাফা (করপূর্ব) অর্জন হয়েছে। সারণি ৮.৯ -এ ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত বিএসইসি'র আর্থিক বিবরণী এবং সারণি ৮.১০-এ ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত বিএসইসি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব তহবিলে জমার বিবরণ দেখানো হলো:

সারণি: ৮.৯ বিএসইসি'র আর্থিক বিবরণী

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪*
মুনাফা	৮৪.৫৪	৯৫.৪১	৯৬.৬৮	১০২.৮৭	১০৪.৫৯	৮৫.৮১	৩৩.৭৬	৬৫.১০	২৭.৩৮	২২.৯৪
লোকসান	১২.৯৬	৯.১৯	১৯.৬০	২৩.৯১	৩৬.৬৯	-৩১.৬৬	-২৯.১৫	-১৮.১১	-৭.৮৭	-৩.১৫
নীট লাভ/লোকসান	৮৬.২২	৮৬.২২	৭৭.০৮	৭৮.৯৬	৬৭.৯	৫৪.১৫	৪.৬১	৪৬.৯৯	১৯.৫১	১৯.৭৯

উৎস: বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন।* ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত।

সারণি: ৮.১০ বিএসইসি'র রাজস্ব তহবিলে জমার বিবরণ

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪*
কর ও শুল্ক	৩৩০.০৬	২৫৬.২৪	২৩৯.৬১	৩৫৯.৪	৬১৪.২৬	৩০৯.০০	১৪৪.৫২	২০৩.৫২	১১৪.৫০	৫৬.১

উৎস: বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন।* ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি)

১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি) দেশের অন্যতম একটি মুনাফা অর্জনকারী- রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা। এ সংস্থার কার্যক্রম শিল্প ও রাবার দুটি সেক্টরে বিভক্ত।

ক. শিল্প সেক্টর

শিল্প সেক্টরের আওতায় ৮টি শিল্প ইউনিট রয়েছে। তন্মধ্যে ৩টি ইউনিট পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল হতে প্রাপ্ত কাঠ এবং বিএফআইডিসি'র রাবার বাগানের জীবনচক্র হারানো রাবার গাছ আহরণ কাজে নিয়োজিত। অপর ৫টি ইউনিটে বাণিজ্যিকভাবে উন্নতমানের আসবাবপত্র তৈরি হয়ে থাকে।

খ. রাবার সেক্টর

বিএফআইডিসি'তে ১৯৬২ সন থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত

৩৩,১২৯ একর জমিতে বাণিজ্যিকভাবে রাবার বাগান সৃজন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষা, ভূমিক্ষয় রোধ ও ভাঙন রোধসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা আয় এবং পশ্চাৎপদ গ্রামীণ জনপদে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে।

বিএফআইডিসি'র উৎপাদিত কাঁচা রাবার স্যান্ডেল, হালকা যানবাহনের টায়ার-টিউব, হোস পাইপ, বাকেট, গ্যাস্কেট, অয়েল সিল, টেক্সটাইল, জুটমিলের স্পেয়ার পার্টস ইত্যাদি নানাবিধ পণ্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। সারণি ৮.১১ তে গত ১০ বছরে বিএফডিসি কর্তৃক সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া রাজস্বের বিবরণ দেয়া হলো:

সারণি: ৮.১১ গত ১০ বছরে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া রাজস্বের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)

ক্রম	জমার খাত	অর্থবছর									
		২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩*
১.	ভ্যাট	৭৭০.৯৪	৬৩৩.৪৯	৫২৮.১৫	৭১৬.০০	৯৪৬.২৮	৮২৭.৩০	১০৪৭.৭০	১৮৯৮.৮৬	২১৮৩.৫৩	১০৩১.০৬
২.	বিক্রয় কর	১৮০.৩	৩৩.২১	৫৬.৭৭	৪৭.৪৯	৯৬.৪০	৬.২২	৪.৭৫	১০.৭৪	২৮.৯৪	৪৯.২৯
৩.	আয়কর (বেতন)	০.১১	-	-	-	৫.৯৫	৪.৯২	১০.৮৯	৭.৭০	৬.৩৮	৪.০০
৪.	রয়ালটি	৪২.৮৪	৪৬.১৫	-	-	-	-	১৩৮.৯৩	-	-	-
৫.	আয়কর (কর্পোরেশন)	৩৯৬৬.৫৬	১৫৬৪.৪৭	১১১৭.৬৮	৩১৫.০০	৯৪.০০	২৭০.০০	৫২৮.১৫	১৩৪.৭৬	৪৫৫.৪৩	-
৬.	অন্যান্য ট্যাক্স	৩০৫.০২	১৩৬.৬	২৩৩.২২	৪৪১.৪০	১২৩.০৭	৩০০.০০	-	৭২০.৫০	১২৮০.২৪	৬১৫.৭০
৭.	লভ্যাংশ	-	২৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-
উপমোট=		৫২৬৫.৭৭	২৪৩৮.৯৮	১৯৩৫.৮২	১৫১৯.৮৯	১২৬৫.৭	১৪০৮.৪৪	১৭৩০.৪২	২৭৭২.৫৬	৩৯৫৪.৬২	১৭০০.০৫
৮.	ডিএসএল (মূল ঋণ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সর্বমোট		**৫২৬৫.৭৭**	**২৪৩৮.৯৮**	**১৯৩৫.৮২**	**১৫১৯.৮৯**	**১২৬৫.৭**	**১৪০৮.৪৪**	**১৭৩০.৪২**	**২৭৭২.৫৬**	**৩৯৫৪.৫২**	**১৭০০.০৫**

উৎস: বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন * ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত।

বস্ত্র খাত

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বস্ত্র শিল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে তৈরি পোষাক রপ্তানি করে প্রায় ৪৬.৯৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়েছে। যা উক্ত সময়ে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৪.৫৭ শতাংশ।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন (বিটিএমসি)

বর্তমানে বিটিএমসির ভাড়া পদ্ধতিতে চালু মিলসমূহে উৎপাদিত সূতা স্থানীয় বাজারের চাহিদা পূরণে স্বল্প পরিসরে হলেও ভূমিকা রাখছে। বিটিএমসি'র ২৫টি মিলের মধ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের বস্ত্রশিল্পকে বিকাশের লক্ষ্যে বিটিএমসি'র ১টি মিল এর জমিতে 'টেক্সটাইল পল্লী' স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া একটি প্লটে আধুনিক মানের নিটিং ও গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনপূর্বক উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। উক্ত কারখানায় উৎপাদিত পণ্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে। আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলস লি., ডেমরা, ঢাকা ও কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলস লি., টঙ্গী, গাজীপুর পিপিপি'র মাধ্যমে পরিচালনার লক্ষ্যে চুক্তিস্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে।

বাংলাদেশের তাঁত শিল্প

তাঁত শিল্প বাংলাদেশের ঐতিহ্যের ধারক। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তাঁত শিল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। আমাদের গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কৃষির পরই তাঁত শিল্পের অবস্থান। নারীদের কর্মসংস্থানেও এ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ শিল্পে সারাবছর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে। তাঁত শুমারি, ২০১৮ অনুযায়ী দেশে মোট তাঁত সংখ্যা ২,৯০,২৮২টি এবং বছরে উৎপাদিত তাঁতবস্ত্র প্রায় ৪৭.৪৭৪ কোটি মিটার। দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদার প্রায় ২৮ শতাংশেরও বেশী তাঁতশিল্প যোগান দিয়ে আসছে। এ শিল্পের বছরে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ প্রায় ২,২৬৯.৭০ কোটি টাকা। ৩,৬৬৬টি কান্ট্রি-অব-অরিজিন সনদপত্রের বিপরীতে ১১.১৫ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যমানের তাঁতজাত পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে। গত ১৫ বছরে ১৩৫৫.২২ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের হোমটেক্সটাইল পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে।

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

তাঁত সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। এসব প্রকল্প/কর্মসূচি দেশের তাঁত শিল্প ও তাঁতিদের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় তাঁতি সমিতি বিধিমালা-১৯৯১ অনুযায়ী তাঁত বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত তাঁতি সমিতির দরিদ্র প্রান্তিক তাঁতি সদস্যদেরকে (অর্থাৎ ১-৫ তাঁতের মালিক) গ্রুপের মাধ্যমে সংগঠিত করে চলতি মূলধন সরবরাহ করার লক্ষ্যে 'তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি' শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ৬৮,৫৯১টি তাঁতের বিপরীতে ৪৫,৬৮৬ জন তাঁতির অনুকূলে মোট ৮,২২০.২৪ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।

"বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতায় ০৫ টি বেসিক সেন্টারে ০৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১টি ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং ২টি মার্কেট প্রমোশন কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি ১৩০.২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৮ হতে জুন, ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন

রয়েছে। তাঁত খাতের উৎপাদন, আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন এবং দেশের নারী তাঁতিদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মোট ১৫৮.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'তাঁতিদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে চলতি মূলধন সরবরাহ ও তাঁতের আধুনিকায়ন (১ম সংশোধিত)' প্রকল্পটি জুলাই ২০১৮ হতে জুন, ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছর হতে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ৮৪০৮ জন তাঁতিকে ২১৮৪৮টি তাঁতের অনুকূলে মোট ১০,৬৫০.৮০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং ২,৭৫৭.০৪ লক্ষ টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।

বাংলাদেশের রেশম শিল্প

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এ শিল্প অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। রেশম শিল্পের যাবতীয় কর্মকান্ড একদিকে কৃষিনির্ভর অন্যদিকে শিল্পনির্ভর। বাংলাদেশে এক বছরে ৪ বার রেশমের চাষ হয়। তুঁতপাতা পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া গেলে এক বছরে চার বারের অধিক এমনকি ১২ বার পর্যন্তও রেশম চাষ করা সম্ভব। অনন্য বৈশিষ্ট্যের জন্য রাজশাহী সিল্ক বাংলাদেশ পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর থেকে জি,আই ট্যাগ পেয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত সরকারি খাতে রোগমুক্ত রেশম ডিম, রেশম গুটি ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি ৮.১৩ এ দেওয়া হলো:

সারণি ৮.১৩ ঃ সরকারি খাতে রোগমুক্ত রেশম ডিম, রেশম গুটি, রেশম সুতা ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি

সাল	রোগমুক্ত রেশম ডিম (লক্ষ সংখ্যা)	রেশমগুটি (মেট্রিক টন)	রেশম সুতা (মেট্রিক টন)	ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান (লক্ষ টাকায়)	
				রেশমচাষি	রেশম তাঁতি
২০১১-১২	৪.৪৩	১.৮০	২.৬৭	-	-
২০১২-১৩	৪.৪৩	১.২২	১.৬৪	-	-
২০১৩-১৪	৪.১৭	৯৮.০০	০.৬৬	বিতরণ: ২৩১.৩০ আদায়: ২০৫.৩৯	বিতরণ: ৪১.২৭ আদায়: ৩৬.১৮
২০১৪-১৫	২.৬৫	৫৬.০০	০.৬৪	বিতরণ: ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়: ২০৬.০৭ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণ: ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়: ৩৬.৪৮(ক্রমপুঞ্জিত)
২০১৫-১৬	৩.৮০	১৪৬.০০	০.১২	বিতরণ: ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়: ২১০.২০ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণ: ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়: ৬.৮২(ক্রমপুঞ্জিত)
২০১৬-১৭	৪.৩৯	১৩০.০০	০.৩৬	বিতরণ: ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়: ২২২.১৩ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণ: ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়:৩৭.০৯ ক্রমপুঞ্জিত)
২০১৭-১৮	৪.১৬	৯৯.০০	০.৯৩	বিতরণ: ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়: ২২২.৩৭ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণ: ৪১.২৭(ক্রমপুঞ্জিত) আদায়: ৩৭.১০ (ক্রমপুঞ্জিত)
২০১৮-১৯	৪.৩১	১৮৩.০০	১.০২	বিতরণ: ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়: ২২২.৩৭ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণ: ৪১.২৭ ক্রমপুঞ্জিত) আদায়: ৩৭.১০ ক্রমপুঞ্জিত)
২০১৯-২০	৪.৫১	২০০.০২	১.০৯	বিতরণ: ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়: ২২২.৩৭ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণ: ৪১.২৭ ক্রমপুঞ্জিত) আদায়: ৩৭.১০ (ক্রমপুঞ্জিত)
২০২০-২১	৪.০০	১৪৫.০০	০.৫৬	বিতরণ: ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়: ২২২.৩৭ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণ: ৪১.২৭ ক্রমপুঞ্জিত) আদায়: ৩৭.১০ (ক্রমপুঞ্জিত)
২০২১-২২	৪.৬০	২১৫.০০	১.২৬৬	বিতরণ: ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়: ২২২.৩৭ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণ: ৪১.২৭ ক্রমপুঞ্জিত) আদায়: ৩৭.১০ (ক্রমপুঞ্জিত)
২০২২-২৩	৫.৪৮	২২৪	১.২৫৪	বিতরণ: ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়: ২২২.৩৭ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণ: ৪১.২৭ ক্রমপুঞ্জিত) আদায়: ৩৭.১০ (ক্রমপুঞ্জিত)
২০২৩-২৪*	১.৮১৫	৬৯.৮৭১	০.৪৬৯	বিতরণ: ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়: ২২২.৩৭ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণ: ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়: ২২২.৩৭ (ক্রমপুঞ্জিত)

উৎস: বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড। (*ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত।)

বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশন (বিজেএমসি)

পাটখাত পুনরুজ্জীবিত ও আধুনিকায়ন করার পাশাপাশি শ্রমিক ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত বকেয়া পরিশোধের লক্ষ্যে ১ জুলাই ২০২০ হতে রাষ্ট্রায়ত্ত ২৫টি পাটকলের শ্রমিক অবসানসহ উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে অবসানকৃত ও অবসরপ্রাপ্ত মোট ৩৪,৭৫৭ জন শ্রমিকের মধ্যে ৩৩,৯৫১ জন শ্রমিকের ব্যাংক হিসাবে মোট পাওনার ৫০ শতাংশ হিসেবে ১৭৫৮.৩৩ কোটি টাকা নগদে পরিশোধ করা হয় এবং অবশিষ্ট ৫০

শতাংশ অর্থ সামাজিক সুরক্ষার আওতায় ব্যাংকের মাধ্যমে মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র আকারে পরিশোধের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইজারা ভিত্তিতে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ২০টি মিল পুনঃচালুর সরকারি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৪ ধাপে ১৪টি মিল লিজ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে, যার মধ্যে ৬টি মিলে পরীক্ষামূলক উৎপাদন কার্যক্রম চালু হয়েছে।

জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)

প্রচলিত পাটপণ্যের পাশাপাশি পাটের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা মাফিক উচ্চমূল্য সংযোজিত বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহার বৃদ্ধিতে সহায়তা করার লক্ষ্যে ২০০২ সালে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) স্থাপিত হয়। জেডিপিসি পাটের বহুমাত্রিক ব্যবহারের ধারনা প্রচার, উদ্যোক্তা তৈরি, উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, কাঁচামাল সরবরাহ, ডিজাইন উন্নয়ন ও বিপণন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহায়তার মাধ্যমে পাটের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে কাজ করছে। তৃণমূল পর্যায়ে বহুমুখী পাটপণ্যের প্রচার-প্রসার এবং রপ্তানি বৃদ্ধি ও উদ্যোক্তা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জেডিপিসি দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জেলায় ০৬টি সার্ভিস সেন্টার ও ০৬টি কাঁচামাল ব্যাংক স্থাপন করেছে। জেডিপিসি পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পরিবেশবান্ধব পাটপণ্য উৎপাদন এবং তা ব্যবহারে উৎসাহিত করছে।

পাট অধিদপ্তর

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাট ও পাটপণ্যের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবসায়ে অনিয়ম রোধকল্পে পাট অধিদপ্তরের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। পাট ও পাটপণ্যের উৎপাদন এবং বিভিন্ন শ্রেণির পাটপণ্য ব্যবসায়ের লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করা হয়। এছাড়া সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ জুলাই ১৯৯৫ থেকে কাঁচাপাট রপ্তানির ক্ষেত্রে বেল প্রতি ২ টাকা এবং পাটপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে মূল্যের ১০০ টাকায় ০.১০ টাকা হারে রাজস্ব আদায় অব্যাহত আছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশে ৮৪.১৪ লক্ষ বেল কাঁচাপাট এবং ৮.২৭ লক্ষ মে:টন পাটজাত পণ্য উৎপাদিত হয়েছে। কাঁচাপাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি করে ৯১২.২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত দেশে ৯৮.০৫ লক্ষ বেল কাঁচাপাট এবং ৬.২৯ লক্ষ মে:টন পাটজাত পণ্য উৎপাদিত হয়েছে। কাঁচাপাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি করে ৫৪০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়েছে।

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার বিনিয়োগ পরিস্থিতি

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) দেশে ইপিজেড স্থাপনের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণসহ দেশে শিল্পখাত বিকাশে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশে বর্তমানে মোট ৮টি ইপিজেড যথা: চট্টগ্রাম, ঢাকা, মংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা (নীলফামারী), আদমজী ও কর্ণফুলী ইপিজেড রয়েছে। এছাড়াও বেপজা চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলায় ১,১৩৮ একর জমিতে বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল নামে একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এ ছাড়া গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সাপমারা ইউনিয়নে রংপুর সুগার মিলস্ এর ৪৫০ একর জায়গায় একটি, যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার প্রেমবাগ ইউনিয়নে ৫০৩ একর জায়গায় একটি ও পায়রা সমুদ্রবন্দরের নিকটবর্তী পটুয়াখালী সদর উপজেলার আউলিয়াপুর ইউনিয়নে ৪১৩ একর জায়গায় একটি ইপিজেড স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বিদ্যমান ইপিজেডসমূহে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত ৪৫০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত এবং ১০৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। চট্টগ্রাম ইপিজেডে ১৪৫টি, ঢাকা ইপিজেডে ৮৮টি, মোংলা ইপিজেডে ৩২টি, ঈশ্বরদী ইপিজেডে ২২টি, কুমিল্লা ইপিজেডে ৪৯টি, উত্তরা ইপিজেডে ২৫টি, আদমজী ইপিজেডে ৪৭টি এবং কর্ণফুলী ইপিজেডে ৪২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত রয়েছে।

বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত মোট বিনিয়োগ হয়েছে ৬,৬৫৪.৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রথম ৮ মাসে প্রকৃত বিনিয়োগ হয়েছে ২২৭.৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহ হতে ক্রমপুঞ্জিত রপ্তানির পরিমাণ ১০৮.২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৮ মাসে ইপিজেড হতে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪,৫৭৫.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে সর্বমোট ৪,৮২,১০১ জন বাংলাদেশির প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তন্মধ্যে ৬৬ শতাংশ নারী। সারণি ৮.১৪ এ দেশের বিভিন্ন প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ব্যয়, রপ্তানি ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য এবং সারণি ৮.১৫-এ ইপিজেডে পণ্যভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান এবং সারণি ৮.১৬-এ ইপিজেডে বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ দেখানো হলো:

সারণি ৮.১৪: ইপিজেডভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ, রপ্তানি ও কর্মসংস্থানের বিবরণ

ইপিজেডসমূহের নাম	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		বিনিয়োগ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	রপ্তানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	কর্মসংস্থান (জন)
	উৎপাদনরত	বাস্তবায়নাধীন			
চট্টগ্রাম ইপিজেড	১৪৫	১১	২০৮৪.৪২	৪১৮৬৭.৫৫	১৬৮৬৩০
ঢাকা ইপিজেড	৮৮	৫	১৭৭৭.৫৪	৩৫৪৯৩.৭২	৭৮৫৬৫
আদমজী ইপিজেড	৪৭	১২	৭৪৪.৭৩	৮৩৯২.৮৭	৬১৭১৭
কুমিল্লা ইপিজেড	৪৯	৪	৫৮১.২৩	৬০২১.১০	৪২৭৬৭
কর্ণফুলী ইপিজেড	৪২	৬	৭৩৫.৮৮	১১১৩৯.৫৬	৭০৩৩৫
ঈশ্বরদী ইপিজেড	২২	১৬	২৫৮.৫৭	১৬৭৪.৬৮	১৭৪৫৮
মোংলা ইপিজেড	৩২	১২	২১৬.৩৫	১২১৫.৩৬	১২০১৮
উত্তরা ইপিজেড	২৫	৮	২৪০.২৪	২৪৮২.০২	২৯৭৬৭
বেপজা ইপিজেড	০	২৯	১৫.৪৬	০.১০	৮৪৪.০০
মোট=	৪৫০	১০৩	৬৬৫৪.৪৪	১০৮২৮৬.৯৬	৪৮২১০১

উৎস: বেপজা, ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত।

সারণি ৮.১৫: ইপিজেডে পণ্যভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান

ক্রমিক নং-	উৎপাদিত পণ্যের নাম	উৎপাদনরত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	বিনিয়োগ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	কর্মসংস্থান (জন)
১.	পোষাক শিল্প	১৪২	২৮৩৩.৩৬	৩২৮২৫০
২.	গার্মেন্টস্ অ্যাক্সেসরিজ	৮৬	৮৮৪.৪২	১৬৩৬২
৩.	টেক্সটাইল	৩০	৭৯৮.৪৩	২৩৬৭৬
৪.	জুতা ও চামড়াজাত শিল্প	২৪	৩৭৪.০১	৩১৩৬৭
৫.	নীট গার্মেন্টস্ ও অন্যান্য বস্ত্র শিল্প	২২	৩৩৯.৬৭	১২৪৬৩
৬.	ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স	১৭	১৯১.৭৯	৩৫৯৩
৭.	তাঁবু	১৫	১৮৩.০৪	১৭১৯৩
৮.	প্লাস্টিক দ্রব্য	১৪	১০৭.৯৩	৪৭৬৬
৯.	সেবা খাত	১১	৭২.৯০	১১৭৪
১০.	ধাতব শিল্প	১০	৪৪.৩৯	১৫৯৩
১১.	টেরি টাওয়েল	৭	২৯.১৯	১৮৮১
১২.	কৃষিজাত শিল্প	৫	২.৬৩	৮
১৩.	টুপি	৫	৭৩.৫৭	৬৩৫৬
১৪.	কেমিক্যাল শিল্প	৪	১৪.২৩	৭৬
১৫.	পাটজাত দ্রব্য	৪	৩৩.৮৩	৭৪৪
১৬.	লাগেজ/ব্যাগ	৪	৪৩.৬৮	৬৩৩৮
১৭.	মোড়ক সামগ্রী	৪	৫.৩২	১৫৬
১৮.	আসবাবপত্র	২	৩৪.৮১	৬৭২
১৯.	বিদ্যুৎ শিল্প	২	১৫২.৪২	১৮৭
২০.	খেলনা	২	৬২.৪৮	৪৩৫৮
২১.	সুতা	২	২৫.৬০	৫২২
২২.	ফিশিং রীল ও গলফ শ্যাফ্ট	১	৪৫.৭২	১২৬৭
২৩.	জুতা-তাঁবু এক্সেসরিজ	১	৭.৯৫	১৬৩
২৪.	বিবিধ	৩৬	২৯৩.০৬	১৮৯৩৬
	সর্বমোট=	৪৫০	৬৬৫৪.৪৪	৪৮২১০১

উৎস: বেপজা,ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত।

সারণি ৮.১৬: ইপিজেডে বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

ইপিজেড		২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪*
ঢাকা	বিনিয়োগ	৮৪.০২	৮০.৬৩	৭০.১২	৬৮.৬৯	৭৬.১৪	৮৮.৫০	৮০.২৬	৭১.০৭	৬০.৫৬	৪০.২১
	রপ্তানি	১,৯৯৭.৫০	২,১৮৩.৯০	২,০৯১.৩০	২,২০০.৩০	২,২০৬.৩১	১,৮১৪.৫৬	১,৬৫৯.৮২	২,১২২.৮৭	১,৮০১.৯৩	১১১২.৫৬
চট্টগ্রাম	বিনিয়োগ	১৫২.০২	১১০.৭১	৯০.৫৭	৮৬.১৯	৭৫.৬৯	৫৩.৩৭	৮৮.৫৩	৮৮.৮৬	৮৬.৬৩	৪৮.৩৪
	রপ্তানি	২,৩৮৩.৭৬	২,৪১৯.৭১	২,২৫৪.১৬	২,৪৪২.২০	২,৩৯১.৬৯	২,০৯২.৪৪	২,১১৯.৪৬	২,৫৮৯.৭৯	২৪১৯.২০	১৩৩৫.৭৮
মোংলা	বিনিয়োগ	৮.২৭	১৮.৯৮	৬.১৫	১১.৭৮	১০.১৪	১৬.১৫	৩.৭৪	১৮.৬৮	৬০.৯৯	৪৭.৬৪
	রপ্তানি	৮৪.২৬	৭৪.৬৫	৪৫.৭৯	৫২.৫৫	৮৯.৪৪	৯১.৮৬	৯৩.৬৫	১৫৮.২৪	১৪৬.২৭	৯৮.৪৮
কুমিল্লা	বিনিয়োগ	২৩.৪১	৩০.১৮	২৯.৩২	৩১.৫১	৩১.০৮	৩৮.৪৩	৬১.০২	৬৭.৪৬	৫০.২৩	১৭.৫০
	রপ্তানি	২৭৪.৬৩	৩০৮.৩৩	৩৩৭.৩৯	৪০৮.২৬	৪৯০.৭৬	৪৬৪.৪০	৫৬৫.৮৬	৮১৪.৮২	৭৯০.৯৫	৪৬৭.০৭
উত্তরা	বিনিয়োগ	১৯.৮৯	৩৩.৫৩	২৪.৫৬	২০.৪২	৩১.০২	১৪.০১	১২.৫৬	৫.১৮	১১.৭৯	৬.৬৮
	রপ্তানি	৮৭.৯৯	১৮৮.৮০	২২৭.০৭	২২৪.৯৩	২৯৩.৭৬	২৩০.৯৪	২৩৭.২১	৩৭৬.৬৬	৩৫৬.৩১	১৭৯.৬৩
ঈশ্বরদী	বিনিয়োগ	৫.৪২	১৫.১১	২০.০৭	২০.১৭	৮.১৮	৭.৮৫	১২.৪৪	৪২.৭৮	৩৫.৩২	১৫.২৪
	রপ্তানি	১০৮.২৬	১১৪.৭৩	৯৬.৫৫	১৩১.৩৯	১৫০.২২	১২৫.৪৬	১৫৯.৭২	২০৯.০৬	২১১.৭৫	১৩৫.৭৭
আদমজী	বিনিয়োগ	৪৮.৫১	৫৪.৭০	৫০.৩৬	৫০.১৬	৫০.২২	৩১.৭৩	৪৫.২৫	৭০.৬২	৫১.৩২	২৩.৮৯
	রপ্তানি	৪৬৭.৪০	৫৬২.৯০	৬৪৪.০০	৭৬২.১০	৮২৬.৪০	৭৪১.৮৩	৭০৪.৮৬	৯৩৫.৭৬	৯২৮.৪০	৫৯৮.৩৪
কর্ণফুলী	বিনিয়োগ	৬৪.৮১	৬০.৫১	৫১.৩২	৫০.৬৭	৫০.৯০	২৫.৬১	৩৬.৯৭	৪৫.১৫	২৯.৬২	১২.৬০
	রপ্তানি	৭০৯.৭৪	৮২৩.২৮	৮৫৩.০৮	৯৭৬.৮৫	১০৭৫.৫২	৯২৭.৬২	১,০৯৬.৪৯	১,৪৪৮.৬৯	১১৮৫.৫৫	৬৪৭.২৬
বেপজা	বিনিয়োগ	--	--	--	--	--	--	--	--	১০.১৬	৫.৩০
	রপ্তানি	--	--	--	--	--	--	--	--	০	০.১০

উৎস: বেপজা, (*ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত।)

এ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহে জাপান, কোরিয়া, চীন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিংগাপুর, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী, সুইডেন, নেদারল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ভারত, পাকিস্তান, অষ্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, তুরস্ক, ইউক্রেন, কুয়েত, রুমানিয়া, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, শ্রীলংকা, বেলজিয়াম, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড ও বাংলাদেশসহ প্রায় ৩৮টি দেশ বিনিয়োগ করেছে। বাংলাদেশে বিনিয়োগের সুবিধার্থে দ্রুত সেবা প্রদান এবং সেবার মান উন্নত করতে বাংলাদেশ সরকার "ওয়ান স্টপ সার্ভিস অ্যাক্ট-২০১৮" প্রণয়ন করেছে। বেপজা One Setp Service (OSS) এর মাধ্যমে ইপিজেডসমূহের বিনিয়োগকারীগণ বিনিয়োগ সংক্রান্ত অধিকাংশ সেবা একটি মাত্র কেন্দ্র থেকে পেয়ে থাকেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ইপিজেডসমূহের আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার হতে মোট ৭,৭১,৭৭৯টি সেবা প্রদান করা হয়েছে। ইপিজেডস্থ শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা এবং কল্যাণের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ এবং স্বতন্ত্র নতুন শ্রম আইন 'বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৯' এবং "বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম বিধিমালা, ২০২২' প্রণয়ন করা হয়েছে।

ঔষধ শিল্প

স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশে ঔষধ প্রাপ্তি মূলত আমদানির ওপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে অনেক উচ্চ মূল্যে জনগণকে ঔষধ ক্রয় করতে হতো। বর্তমানে দেশের চাহিদার প্রায় ৯৮ শতাংশ ঔষধ দেশে উৎপাদিত হয়। বর্তমানে শুধু মাত্র কিছু হাইটেক প্রোডাক্ট (ব্লাড বায়োসিমিলার প্রোডাক্ট, এন্টিক্যান্সার ড্রাগ, ভ্যাকসিন ইত্যাদি) আমদানি করা হয়। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ঔষধ আমদানিকারক দেশ হতে রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে এবং সারা বিশ্বে বাংলাদেশের মানসম্পন্ন ঔষধ সুনাম অর্জন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল উন্নত বিশ্বের ইউরোপ ও আমেরিকাসহ ১৫৭টি দেশে রপ্তানি করছে এবং ঔষধ রপ্তানির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারণি ৮.১৭ এ দেশের ঔষধ রপ্তানির চিত্র তুলে ধরা হলো:

সারণি ৮.১৭ স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল রপ্তানি

(কোটি টাকায়)

বছর	মোট রপ্তানি	যে কয়টি দেশে রপ্তানি হয়
২০১১	৪২৬.১৫	৮৭
২০১২	৫৫১.২২	৮৭
২০১৩	৬১৯.৯৩	৮৭
২০১৪	৭৩৩.২৭	৯২
২০১৫	১০০৮.০৮	১১৩
২০১৬	২২৪৭.০৫	১২৭
২০১৭	৩১৯৬.৩২	১৪৫
২০১৮	৩৫১৪.২৮	১৪৬
২০১৯	৪০৯০.০৯	১৪৭
২০২০	৪১৫৫.৪৭	১৫১
২০২১	৬৫৭৫.৮০	১৪৮
২০২২	৬৬৩৭.৭	১৫৭
২০২৩	৮৯০৩.৯৬	১৫৭

শিল্পঋণ

বাংলাদেশের মত কৃষিনির্ভর দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাঙ্ক্ষিত গতিশীলতা অর্জনকল্পে প্রয়োজন দ্রুত শিল্পায়ন। এ প্রেক্ষিতে শিল্পখাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিগত বছরগুলোতে বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্প ঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত থাকার ফলে দেশে শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ (ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত) অর্থবছর পর্যন্ত বছরওয়ারী শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-৮.১৮ এ দেখানো হলো।

সারণি-৮.১৮: শিল্প ঋণের বছরভিত্তিক বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	বিতরণ			আদায়কৃত ঋণ		
	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট
২০১০-১১	৭১৩০০.৩৫	৩২১৬৩.২০	১০৩৪৬৩.৫৫	৫৬৬৯৪.৯৯	২৫০১৫.৮৯	৮১৭১০.৮৮
২০১১-১২	৭৬৬৭৪.৯৮	৩৫২৭৮.১০	১১১৯৫৩.০৮	৬৪৪০০.২৭	৩০২৩৬.৭৪	৯৪৬৩৭.০১
২০১২-১৩	১০৩১৬৫.৫৬	৪২৫২৮.৩১	১৪৫৬৯৩.৮৭	৮৫৪৯৬.১৪	৩৬৫৪৯.৪১	১২২০৪৫.৫৫
২০১৩-১৪	১২৬১০২.৫৯	৪২৩১১.৩২	১৬৮৪১৩.৯১	১১৩২৯১.২৫	৪১৮০৬.৬৯	১৫৫০৯৭.৯৪
২০১৪-১৫	১৫৯৫৪৬.৪২	৫৯৭৮৩.৭০	২১৯৩৩০.১২	১২১৮৫৩.৯৯	৪৭৫৪০.৮১	১৬৯৩৯৪.৮০
২০১৫-১৬	১৯৯৩৪৯.২১	৬৫৫৩৮.৬৯	২৬৪৮৮৭.৯০	১৪৯৭৬২.৭২	৪৮২২৫.২৯	১৯৭৯৮৮.০১
২০১৬-১৭	২৩৮৫১৭.০৫	৬২১৫৫.০৮	৩০০৬৭২.১৩	১৮৫৫৩২.৭৭	৫২০৯৪.৫৭	২৩৭৬২৭.৩৪
২০১৭-১৮	২৭৫৬২৯.০৫	৭০৭৬৮.১৭	৩৪৬৩৯৭.২২	২০২৯৮০.৪৮	৭০১৯৩.০৮	২৭৩১৭৩.৫৬
২০১৮-১৯	৩১৯০০৬.৯৮	৮০৮৫০.০৮	৩৯৯৮৫৭.০৫	২৪৩১৯৪.০৫	৭৬৫৬৮.৮১	৩১৯৭৬২.৮৭
২০১৯-২০	৩১২১৩৪.০১	৭৪২৫৭.০২	৩৮৬৩৯১.০৩	২৫৬৬০৫.৭৭	৬৯৭২৩.৮৯	৩২৬৩২৯.৬৬
২০২০-২১	৩২৪৮২৬.১১	৬৮৭৬৫.২৬	৩৯৩৫৯১.৩৭	২৮৫৪৭৭.৮০	৫৮৪৮৮.৭০	৩৪৩৯৬৬.৫০
২০২১-২২	৪০৯১৫৬.২২	৭২৩৬০.৯৫	৪৮১৫১৭.১৬	৩০৯৮৫৬.৫৭	৬৪৮৬২.৫৯	৩৭৪৭১৯.১৬
২০২২-২৩	৪৬৭১৭২.০৩	৯৫১৭২.০১	৫৬২৩৪৪.০৪	৩৭১৯৯৮.৪৯	১০৬৩৫৪.০৪	৪৭৮৩৫২.৫৩
২০২৩-২৪*	২৪৯৫৪৬.০৯	৫৯৯৫৭.২২	৩০৯৫০৩.৩১	১৮৬৯৮৯.৭৪	৪৭৭৭৫.৭৮	২৩৪৭৬৫.৫২

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক ।* ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ।

২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ (ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত) অর্থবছর পর্যন্ত শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত শিল্পখাতে ঋণ বিতরণ ও আদায় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ কিছুটা কমেছে। ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে পুনরায় শিল্পঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে শিল্পঋণ বিতরণ ও আদায়ের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৫,৬২,৩৪৪.০৪ কোটি টাকা ও ৪,৭৮,৩৫২.৫৩ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত শিল্পঋণ বিতরণ ও আদায়ের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৩,০৯,৫০৩.৩১ কোটি টাকা ও ২,৩৪,৭৬৫.৫২ কোটি টাকা। বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে শিল্পঋণের এ প্রবৃদ্ধি দেশের শিল্পায়নে গতিশীলতা আনয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে টেকসই করতে মুখ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

শিল্প সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং

ইনস্টিটিউশন আইন, ২০১৮ অনুযায়ী পরিচালিত একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা।

চলমান উল্লেখযোগ্য বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম

- বিএসটিআই'র ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরি (এনএমএল), রসায়ন, ফুড-ব্যাক্টেরোলজি ও পদার্থ পরীক্ষণ ল্যাবরেটরির সর্বমোট ৪১১টি টেস্ট প্যারামিটার বাংলাদেশ এ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড (বিএবি) থেকে এ্যাক্রিডিটেশন অর্জন করেছে।
- জনস্বার্থে ২৭৩টি পণ্যকে বিএসটিআই'র বাধ্যতামূলক সার্টিফিকেশন মার্কস এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে।
- বিএসটিআই'র লাইসেন্স/সার্টিফিকেটের টেস্ট রিপোর্ট এর অনৈতিক ব্যবহার রোধকল্পে ওয়েব বেইজড মেশিন রিডেবল QR Code সম্বলিত লাইসেন্স/সার্টিফিকেট/টেস্ট রিপোর্ট ইস্যু করা হচ্ছে।
- "বিএসটিআই পদার্থ ও রসায়ন পরীক্ষণ ল্যাবরেটরির সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন"-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় রসায়ন উইংয়ের ৩৫টি ল্যাব ও পদার্থ পরীক্ষণ উইংয়ের ৩০টি ল্যাবসহ মোট ৬৫টি ল্যাব নির্মিত হবে। 'ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাব সম্প্রসারণ এবং প্রশিক্ষণের সুবিধা সৃষ্টি' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় সায়েন্টিফিক মেট্রোলজি ও লিগ্যাল মেট্রোলজির ২১টি ল্যাব স্থাপিত হবে।

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের একটি বিশেষায়িত সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশের মেধাসম্পদ বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন ২০২২, পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন ১৯১১ এবং পেটেন্ট ও ডিজাইন বিধিমালা ১৯৩৩ মোতাবেক পেটেন্ট মঞ্জুর ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন নিবন্ধন করা হয়। ট্রেডমার্ক আইন ২০০৯ (ট্রেডমার্ক সংশোধনী আইন ২০১৫) ও ট্রেডমার্ক বিধিমালা ২০১৫ মোতাবেক ট্রেডমার্ক ও সার্ভিস মার্ক নিবন্ধন করা হয়। ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন ২০১৩ ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) বিধিমালা ২০১৫ মোতাবেক ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধন করা হয়। মেধাসম্পদের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় শতবর্ষী পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন, ১৯১১ এর পরিবর্তে নতুন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

গত জুলাই ২০২২ হতে ফ্রেব্রুয়ারী ২০২৩ পর্যন্ত দেশি-বিদেশি মিলে পেটেন্ট, ডিজাইন, ট্রেডমার্ক (সার্ভিস মার্কসহ) মোট আবেদন প্রাপ্তি সংখ্যা যথাক্রমে ১৬২টি, ৭৪৬টি, ৮৭৮০টি। নন-ট্যাক্স রেভিনিউ খাতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে (ফ্রেব্রুয়ারী ২০২৪ পর্যন্ত) এ অধিদপ্তরের আয় হয়েছে ২১.৭১ কোটি টাকা।

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন সেবাধর্মী একটি কারিগরি দপ্তর। সেবা প্রাপ্তি সহজতর করার জন্য খুলনা, রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী জেলায় নতুন ০৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনপূর্বক পরিদর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে সর্বমোট ১০টি আঞ্চলিক কার্যালয় হতে বয়লার সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। মানসম্মত বয়লার নির্মাণ, আমদানি ও ব্যবহারের লক্ষ্যে বয়লার আইন ও বিধি যুগোপযোগী করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বয়লার দুর্ঘটনা প্রতিরোধে নিম্নমানের বয়লারের পরিবর্তে মানসম্মত, নিরাপদ, জ্বালানি সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব বয়লারের ডিজাইন উদ্ভাবন করা হয়েছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত মোট ৪৫৬টি বয়লার নিবন্ধন, স্থানীয়ভাবে তৈরিকৃত ১৩৮টি বয়লারের নির্মাণ সনদ প্রদান করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে ৪.২৬ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে।

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)

বিএবি জাতীয় মান অবকাঠামো (Quality Infrastructure) উন্নয়নের মাধ্যমে দেশে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার মানোন্নয়ন, ভোক্তার অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ তথা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। বিএবি ২০১২ সালে প্রথম অ্যাক্রেডিটেশন প্রদান করে এবং ফেব্রুয়ারি ২০২৪ সাল পর্যন্ত দেশীয় ও বহুজাতিক মোট ১৩৯টি প্রতিষ্ঠানকে অ্যাক্রেডিটেশন প্রদান করেছে।

বিএবি'র এ্যক্রেডিটেশনের ফলে দেশের পরীক্ষণ, পরিদর্শন ও সার্টিফিকেশন কার্যক্রমের পরিধি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা দেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। বিএবি ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানের (ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17043) এর উপর ৭৩টি আন্ডারস্ট্যান্ডিং, অ্যাসেসর ও কারিগরি বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। এ সকল প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ২৬০০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

বিটাক শিল্প ক্ষেত্রে দক্ষ জনবল তৈরিসহ গবেষণার মাধ্যমে আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরি করার মাধ্যমে মূল্যবান

বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করে আসছে। সমাজের পশ্চাৎপদ অঞ্চলের দরিদ্র বেকার যুবক ও নারীদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করে শিল্পক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব। বিটাক বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশের নকশা প্রণয়ন ও সেগুলো তৈরি করে শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া চলমান রাখতে সহায়তা প্রদান করে থাকে। আমদানি-বিকল্প যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ তৈরির মাধ্যমে বিটাক এ খাত থেকে আয় করে থাকে।

সমাজের অর্ধশিক্ষিত, অবহেলিত যুব নারী ও পুরুষ সমাজে অংশগ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য 'হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণপূর্বক আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন' শীর্ষক প্রকল্পটির ফেজ-২ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মোট ১৫ হাজার জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন কারিগরি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পায়নের এ যুগে ন্যাশনাল প্রোডকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) শিল্প কারখানা/ সেবা প্রতিষ্ঠানে দক্ষ জনবল তৈরির পাশাপাশি মুনাফা বৃদ্ধিসহ লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের জন্য বর্তমান সরকারের গৃহীত জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন কর্মসূচি দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন খাত, উপ-খাত এবং কুটির শিল্পসহ এসএমই ও শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠান খাতে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে যুগোপযোগী কলাকৌশল সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ, সেমিনার/কর্মশালা, পরামর্শ সেবা, কারিগরি সহায়তা প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এনপিও জাপানস্থ এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে আন্তর্জাতিক মানের কনসালটেন্সি সেবা প্রদান করে থাকে। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষনানুযায়ী, উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করা, প্রতিবছর ২ অক্টোবরকে 'জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস' পালন করা এবং সর্বোপরি এ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানের সেরা উদ্যোক্তাদেরকে স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতিবছর "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স আওয়ার্ড" প্রদান করা হচ্ছে। জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত) এনপিও কর্তৃক বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে প্রায় ৮০০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন শাখায় স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ, এক বছর মেয়াদি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা এবং ছয় মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সসহ অন্যান্য বিশেষায়িত কোর্সের আয়োজন ও পরামর্শসেবা প্রদান করে থাকে। ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে জানুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত বিআইএম ৭৮,৫৯৭-এর অধিক প্রশিক্ষণার্থীকে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৬৭টি স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে ১৩৪৬ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জানুয়ারি, পর্যন্ত ৪৬টি স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৮৭৭ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২০২৩ সেশনে ৪৬৯ জন একবছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সে অংশগ্রহণ করে এবং চলমান ২০২৪ সেশনে ৫৩৩ জন প্রশিক্ষণার্থী উক্ত কোর্সসমূহে ভর্তি হয়।

সংযোজনী: ৮.১
সিএমএসএমই খাতের সামগ্রিক উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বার্ষিক সিএমএসএমই ঋণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে পূর্ব ব্যবহৃত বিতরণভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রার পরিবর্তে সামগ্রিক ঋণ ও অগ্রিমসমূহের নীট স্থিতিভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রার প্রবর্তন করা হয়েছে। একইসাথে, সিএমএসএমই ঋণ ও অগ্রিমের নীট স্থিতির পরিমাণ প্রতিবছর কমপক্ষে ১% বৃদ্ধিসহ ২০২৪ সালের মধ্যে অন্যূন ২৫% এ উন্নীত করার জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নারী উদ্যোক্তাদেরকে প্রদত্ত বিনিয়োগ যথাসময়ে সমন্বয়/আদায়/পরিশোধে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও গ্রাহক পর্যায়ের প্রত্যেককে ১ শতাংশ হারে সর্বমোট ২ শতাংশ প্রণোদনা সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ০১ জুলাই, ২০২১ তারিখ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে এ সুবিধা প্রযোজ্য হবে।
- ২০২৪ সালের মধ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে কুটির, মাইক্রো এবং ক্ষুদ্র খাতে মোট এসএমই ঋণের ৫০ শতাংশ বিতরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ১ হতে ৫ বছর মেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে ৩ থেকে ০৬ মাস গ্রেস পিরিয়ড প্রদানের বিষয়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- এসএমই কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের এসএমই প্রধানদের সাথে ত্রৈমাসিক মনিটরিং সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এছাড়াও, বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগসহ প্রতিটি শাখা অফিসসমূহে এসএমই মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে। প্রত্যেক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তিন স্তরের এসএমই মনিটরিং কার্যক্রম প্রক্রিয়া অনুসরণ করছে।
- নতুন উদ্যোক্তাদের জামানতবিহীন পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০.০০ লক্ষ টাকা কেস টু কেস হিসেবে এবং জামানতসহ পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিবেচনা করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- এসএমই খাতে ক্লাস্টার ভিত্তিক অর্থায়ন ত্বরান্বিত করতে বিদ্যমান ক্লাস্টারগুলো শক্তিশালীকরণ ও নতুন ক্লাস্টার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ক্লাস্টার উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
- নারী উদ্যোক্তাগণের জন্য ঋণ সুবিধা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মোট এসএমই ঋণের অন্তত ১৫ শতাংশ নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণের এবং প্রতিটি শাখায় স্বতন্ত্র 'Women Entrepreneur Dedicated Desk' স্থাপন করার জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় নারী উদ্যোক্তাগণ সহায়ক জামানত ব্যতীত এবং ব্যক্তিগত গ্যারান্টি প্রদান সাপেক্ষে ২৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদানের বিষয়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- গ্রাহক বান্ধব ঋণ আবেদন ফরম (বাংলায়) প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তিনজন সম্ভাবনাময় নারী উদ্যোক্তা খুঁজে বের করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে এবং প্রত্যেক বছর অন্তত ০১ জনকে অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করবে।
- নারী উদ্যোক্তাদের জন্য স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় সর্বোচ্চ ৫% মুনাফায় বিতরণকৃত ঋণ যথাসময়ে সমন্বয়/আদায়/পরিশোধ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং গ্রাহক প্রত্যেককে ১% হারে প্রণোদনা সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এছাড়া, প্রণোদনার পরিমাণ হিসাবায়নে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা/ব্যাখ্যা অনুসরণীয় হবে: ক) প্রণোদনার পরিমাণ হিসাবায়নের জন্য সকল নিয়মিত ঋণ/বিনিয়োগসমূহ মেয়াদের মধ্যে পুনঃনবায়ন করা হলে তার বিপরীতে প্রণোদনা সুবিধা প্রাপ্য হবে (খ) বিরূপ মানে শ্রেণিকৃত হলে উক্ত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে প্রণোদনা সুবিধা প্রাপ্য হবে না।
- এসএমইএসপিডি সার্কুলার লেটার নং-১০ তারিখ: ১/১০/২০২৩ এ কতিপয় নীতিমালা পরিবর্তন করা হয় যথা- ক) কৃষিভিত্তিক শিল্প/সেবা উদ্যোগটি ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার বাইরে অবস্থিত হতে হবে। এক্ষেত্রে, পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে মফস্বল এলাকার উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে; খ) শিল্প উদ্যোগটির

ঋণ প্রাপ্যতার সীমা এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-২/২০১৯ এর ২.৬ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের অনুকূলে প্রদেয় খাতভিত্তিক সর্বোচ্চ ঋণসীমা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে; এবং গ) আলোচ্য তহবিলের আওতায় সুদের হার গ্রাহক পর্যায়ে সর্বোচ্চ ০৭ শতাংশ এবং পুনঃঅর্থায়নের বিপরীতে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ০২ শতাংশ পুনঃনির্ধারণ করা হয়।

- ব্যবসা (ট্রেডিং) উপখাতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বাৎসরিক ঋণ/বিনিয়োগের আনুপাতিক হার ৩০ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে সর্বোচ্চ ৩৫ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করা হয়।
- 'Skills for Employment Investment Program (SEIP)' শীর্ষক প্রকল্পটির ট্র্যাঞ্চ-১ এর আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ১১,৪৮৪ জনকে বাজার চাহিদা সম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ১১,২৪৬ জন প্রশিক্ষণ শেষ করে সনদপ্রাপ্ত হয়েছে তন্মধ্যে ২,৩১০ জন এসএমই খাতে উদ্যোক্তা হয়েছেন। ট্রাঞ্চ-৩ এর আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ১০০০ জনকে বাজার চাহিদা সম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ১০০০ জন প্রশিক্ষণ শেষ করে সনদপ্রাপ্ত হয়েছে যার মধ্যে ৯৬৯ জন উদ্যোক্তা হয়েছেন।

সংযোজনী: ৮.২
এসএমই ফাউন্ডেশন এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

- এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক চিহ্নিত ১৭৭টি এসএমই ক্লাস্টারের মধ্যে ৯৫টি ক্লাস্টারের উন্নয়ন চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছে। বিভিন্ন ক্লাস্টারের চাহিদার ভিত্তিতে ক্লাস্টারভিত্তিক উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, স্বল্প সুদে অর্থায়ন, নতুন উদ্যোক্তা তৈরি ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
- নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও এসএমই উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোট ১৪৫৩টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণসমূহে মোট ৪৪,৩৫৮ জনকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যাদের মধ্যে শতকরা ৬০ জন নারী। উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি স্বতন্ত্র এসএমই ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে।
- এসএমই ফাউন্ডেশন ২০০৯ সাল হতে এসএমই ক্লাস্টার, অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত ও সারাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের স্বল্পসুদে ও সহজশর্তে জামানতবিহীন অর্থায়নে বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্রেডিট হোলসেলিং শীর্ষক বিশেষায়িত কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় জুন-২০২১ পর্যন্ত মোট ৩১টি এসএমই ক্লাস্টার ও ক্লায়েন্টেল গ্রুপের ২,১২৬ জন এসএমই উদ্যোক্তার (৫২৪ জন নারী) মধ্যে মোট ১২২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- ফাউন্ডেশনের 'রিভলভিং তহবিল' হতে ২৯৩.৭৯ কোটি টাকা ২,৯৭৮ জন প্রান্তিক উদ্যোক্তার মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে, যেখানে ২৪% নারী উদ্যোক্তা।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে শিল্প সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করার লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে অদ্যাবধি এসএমই ফাউন্ডেশন হতে সর্বমোট ৫২৩টি প্রস্তাবনা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে যার মধ্যে ৭৯টি প্রস্তাবনা আংশিক/সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছে এবং জাতীয় বাজেটে প্রতিফলিত হয়েছে।
- নতুন উদ্যোক্তা ও স্টার্ট আপ উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে একটি ইনকিউবেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দেশের মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে Food Safety Management System (FSMS), Good Manufacturing Practice (GMP), Good Agricultural Practice (GAP) বিষয়ে সচেতনতা তৈরি, উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, আন্তর্জাতিক মানের সনদ প্রাপ্তিতে কারিগরি সহায়তা করছে এসএমই ফাউন্ডেশন। খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আন্তর্জাতিক মান সনদ ISO 22000 অর্জনে এখন পর্যন্ত মোট ৩১ টি প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করেছে এসএমই ফাউন্ডেশন।
- আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং এসএমই উদ্যোক্তাদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি, পণ্যের মানোন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে মোট ৬,২২৫ জন উদ্যোক্তা এবং কর্মীদের সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও নারী উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোট ৪০৪টি বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় মোট ১২,৪৩৯ জন নারী প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, দেশব্যাপী ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা, পণ্য বহুমুখীকরণ, নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি, ব্যবসায় সংকট ব্যবস্থাপনা ও চাপ প্রশমন এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা-সেমিনারসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ৮,৫৬৩ জন নারী উদ্যোক্তা উপকৃত হয়েছে।
- নারী আইসিটি ফ্রিল্যান্সার এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬৪ জেলায় মোট ৩,০০০ জন নারী আইসিটি উদ্যোক্তা তৈরি করা হয়েছে।
- এসএমই ফাউন্ডেশন দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের সুষ্ঠু বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে এসএমই সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাতের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ফাউন্ডেশন ইতোমধ্যে ৮টি এসএমই খাতের (ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেক্ট্রনিক্স, হালকা প্রকৌশল, প্লাস্টিক, চামড়া, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, ফ্যাশন ডিজাইনিং, সফটওয়্যার এবং ফার্নিচার খাত) উপর গবেষণা পরিচালনা করেছে।
- এসএমই ফাউন্ডেশন এটুআই (a2i) এর সহযোগিতায় দেশব্যাপী এসএমই ই-ডাটাবেজ তৈরি করছে। দেশের সকল এসএমই উদ্যোক্তার তথ্য একটি প্ল্যাটফর্মে আসবে, ফলে এসএমই খাতের উন্নয়নে সরকারের নীতি নির্ধারণ সহজ হবে।
- দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের উদ্যোক্তাদের বিশেষ অবদানকে স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে ২৭ জন নারী উদ্যোক্তাসহ মোট ৪৪ জন উদ্যোক্তাকে জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।
- ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের (এসএমই) উদ্যোক্তাদের পণ্যের বাজার সংযোগ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশীয় পণ্য নিয়ে ঢাকায় ১০টি জাতীয় এসএমই মেলা, জেলা পর্যায়ে ৯১টি আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা আয়োজন করেছে। এ পর্যন্ত আয়োজিত এসএমই পণ্য মেলায় মোট ৭,২৭৬ জন এসএমই উদ্যোক্তা তাঁদের পণ্য প্রদর্শন করে ৮৮.৫০ কোটি টাকার বিক্রয় এবং ১০৭.৫০ কোটি টাকার বিভিন্ন পণ্যের অর্ডার গ্রহণে সক্ষম হয়েছে।

- অ্যাডভাইজরি সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে দেশব্যাপী নতুন ব্যবসা তৈরি ও পরিচালনার বিষয়ে দিক-নির্দেশনা, ব্যবসায়িক তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে ৮,৪০৪ জন উদ্যোক্তা/সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- ফাউন্ডেশন এসএমই উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন এবং উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে এসএমই সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ২২৩টি সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করেছে। কর্মসূচিসমূহে ১৬,৫০০ জন এসএমই উদ্যোক্তা ও এসএমই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছে।
- বাংলাদেশের গৌরবময় ঐতিহ্য ও কৃষ্টির অংশ ঐতিহ্যবাহী তাঁতপণ্যের প্রস্তুতকারক ও শীর্ষস্থানীয় ডিজাইনারদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন, বিলুপ্তি রোধকরণ এবং সর্বোপরি দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন ঢাকায় ৪টি হেরিটেজ হ্যান্ডলুম ফেস্টিভ্যাল আয়োজন করেছে।